দৈনিক সংবাদ

MAY 14 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

পূর্বধলায় ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ

ছাত্রদের লেখাপড়া অনিশ্চিত

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : দুটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়ায় বিদ্যালয়গুলোর ৭ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাড়ে ৪শ' ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকের বেশি শিশু শ্রমসহ বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

ধরনী ও স্যাডো নামক দুটি বেসরকারি সংস্থা সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৯৯৯ সালে ৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। সংস্থা দুটি সরকারি অর্থ গ্রহণের সময় বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার সকল ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়ে সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু ধরনি নামক সংস্থা পরিচালিত পুটিকা ও কোনাডহর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্যাডো নামক সংস্থা পরিচালিত ধোপাডহর, কালডোয়ার ও চলিতডহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার সকল ব্যয়ভার বহনের কথা থাকলেও চুক্তি মোতাবেক শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদান করেনি।

ধরনি তাদের বিদ্যালয় পরিচালনার মতো আয়ের উৎস নেই বলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়। এতে ৫টি বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা মানবেতর জীবন-যাপনের মধ্যেও দীর্ঘদিন স্বেচ্ছাশ্রমে শিক্ষকতা করলেও বেশ কিছুদিন যাবৎ পুটিকা, ধোবাডহর ও কালডোয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্য কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। বাকি দু'বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনিয়মিত হাজিরায় বিদ্যালয়গুলোতে ক্রমেই ছাত্রছাত্রী হ্রাস পাচ্ছে।

এ ৫টি বিদ্যালয়ের অর্ধেকের চেয়েও বেশি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে বিভিন্ন স্থানে শিশু শ্রম ও মা-বাবার কাজের সহযোগিতা করছে।